তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৮১

**†`‡ki mKj cÖKvi evwYR¨ †gjv eÜ †NvlYv**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

 evwYR¨gš¿x wUcy gybwk K‡ivbv fvBivm †gvKvwejvq M„nxZ c`‡ÿ‡ci Ask wn‡m‡e AvR †\_‡K †`‡ki bMi, gnvbMi, †Rjv, Dc‡Rjv-mn mKj ¯’v‡bi Pjgvb I evwYR¨ gš¿Yvj‡qi AbygwZcÖvß mKj cÖKvi evwYR¨ †gjv eÜ †NvlYv K‡i‡Qb| G wm×všÍ Awej‡¤^ Kvh©Ki n‡e|

 cieZ©x wb‡`©k  bv †`qv ch©šÍ mKj †gjv eÜ \_vK‡e e‡j msev` weÁwßi gva¨‡g Rvbv‡bv n‡q‡Q|

#

eKmx/dvinvbv/iwdKzj/†iRvDj/2020/2142 NÈv

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৮০

**হাম-রুবেলা ক্যাম্পেইন স্থগিত**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

 করোনা ভাইরাস (COVID-19) জনিত উদ্ভূত পরিস্থিতিতে হাম-রুবেলা ক্যাম্পেইন স্থগিত করা হয়েছে। ক্যাম্পেইনের নতুন তারিখ পরে জানানো হবে।

 স¦াস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আজ এ তথ্য জানানো হয়।

#

মাইদুল/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/২১১০ঘণ্টা

Handout Number : 979

**Foreign Minister inaugurates human resources software**

Dhaka, 16 March :

On the eve of celebrations of Mujib Year, Foreign Minister Dr. A.K. Abdul Momen, officially launched a Human Resources Management Software at a simple ceremony held at the Foreign Ministry on Monday. The launching ceremony was also attended by State Minister for Foreign Affairs Shahriar Alam, Foreign Secretary Masud Bin Momen and senior officials of the Ministry.

Paying rich tribute to the memories of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the Foreign Minister said that one of the dreams of the Father of the Nation was to ensure good governance through creation of a professional pool of civil servants. Digitization of the service records of all officials of the Ministry will be a step towards materializing the dream.

The Foreign Minister also announced that officials of the Ministry and Bangladesh Missions abroad will contribute their one day’s salary to the Prime Minister’s Fund to build houses for homeless people in the Mujib Year. In order to contribute to sustainable development goals of the government, the Foreign Ministry officials will, from now on, use eco-friendly food grade water bottles instead of disposable plastic bottles in all official programs.

#

Tawhidul/Mahmud/Mosharaf/Joynul/2019/2100hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৭৮

**মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা সফ্টওয়্যার উদ্বোধন করলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

 মুজিববর্ষ উদ্যাপনের প্রাক্কালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন ‘হিউম্যান রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার’ আজ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম, পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

 বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতার একটি স্বপ্ন ছিল সরকারি কর্মচারীদের পেশাগত পুল তৈরি করার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। সেই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্য মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তার চাকরির তথ্য ডিজিটাল করার মাধ্যমে এক ধাপ এগিয়ে যাবে।

 পররাষ্ট্র মন্ত্রী আরো ঘোষণা করেন, মন্ত্রণালয়ের এবং মিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর তহবিলে তাদের একদিনের বেতন চাঁদা হিসেবে দেবেন, যা দিয়ে গৃহহীন মানুষের জন্য ঘর তৈরি করা হবে। এছাড়া সরকারের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বোতলের পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব ফুডগ্রেড পানির বোতল ব্যবহার করবে।

#

ইফতেখার/মাহমুদ/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/২১০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৭৭

**প্রাণিসম্পদ সুরক্ষায় দেশের অভ্যন্তরে ভ্যাকসিন উৎপাদনের উদ্যোগ নিতে হবে**

 **- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

 মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম প্রাণিসম্পদ সুরক্ষায় দেশের অভ্যন্তরে ভ্যাকসিন উৎপাদনে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

 আজ সচিবালয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের ৪৩তম পরিচালনা বোর্ড সভায় সভাপতিত্বকালে ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাদের মন্ত্রী এ নির্দেশনা প্রদান করেন।

 মন্ত্রী বলেন, প্রাণিসম্পদ সুরক্ষার জন্য প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ভ্যাকসিন যাতে বাণিজ্যিকভিত্তিতে দেশে উৎপাদন করা যায় সে ব্যাপারে যত দ্রুত সম্ভব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় প্রণোদনা দেয়া-সহ সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদান করতে প্রস্তুত রয়েছে। তিনি আরো বলেন, প্রাণিসম্পদ খাতে গবেষণা যাতে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলে সে ব্যাপারে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সকলে মিলে উদ্ভাবনী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে এ খাতে অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জন সম্ভব।

 পরিচালনা বোর্ডের সদস্য সংসদ সদস্য মোঃ মোসলেম উদ্দিন, সংরক্ষিত মহিলা সংসদ সদস্য মোছাঃ শামীমা আক্তার খানম, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব রওনক মাহমুদ, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য মোঃ জাকির হোসেন আকন্দ-সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

ইফতেখার/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২০৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৭৬

**৩১ মার্চ পর্যন্ত সব ধরনের খেলা বন্ধ থাকবে**

 **- যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

 যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল বলেছেন, করোনা ভাইরাসের কারণে আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত ক্রিকেট, ফুটবল-সহ সব ধরনের খেলাধুলার আয়োজন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক ইভেন্ট আয়োজনও এপ্রিলের পর করা হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ সচিবালয়ে তাঁর মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মুজিববর্ষ উপলক্ষে বিভিন্ন ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠককালে এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। এই পরিস্থিতে স্কুল কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আজ মন্ত্রীসভার বৈঠকে একজন মন্ত্রী ক্রিকেট, ফুটবল টুর্নামেন্ট খেলার বিষয়টি উত্থাপন করলে প্রধানমন্ত্রী তা বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। তাই আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত সকল ঘরোয়া খেলা বন্ধ থাকবে। এছাড়া আন্তর্জাতিক কোনো ইভেন্ট যদি থাকে সেটিও এপ্রিলের পরে হবে।

 এ সময় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আখতার হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

#

আরিফ/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২০১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৭৫

**বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ‘বঙ্গবন্ধু কর্নার’ স্থাপন করল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

 বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বঙ্গবন্ধু কর্নারের উদ্বোধন করলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। আজ দুপুরে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহ্রিয়ার আলম, পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন-সহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে মূল ভবনের নিচ তলায় স্থাপিত এ কর্নারের উদ্বোধন করা হয়।

 ড. মোমেন এ সময় বলেন, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে মুজিববর্ষ উদ্যাপনের প্রাক্কালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ‘বঙ্গবন্ধু কর্নার’ চালু করতে পেরে আমরা আনন্দিত। বাংলাদেশের ৭৭টি বৈদেশিক মিশনে ‘বঙ্গবন্ধু কর্নার’ স্থাপনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি, ‘সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়’ আমরা এখনো ধারণ করে আছি। তিনি বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে বঙ্গবন্ধুর কিছু দুর্লভ ছবি এ কর্নারে রাখা হয়েছে।

 পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরো বলেন, নির্যাতিত মানুষের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ভালোবাসা, সত্য ও ন্যায়ের পথে তাঁর সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ এবং পৃথিবীর সকল নির্যাতিত মানুষের প্রতি তাঁর জয়গান- আমরা সারা পৃথিবীতে পৌঁছে দিতে চাই। গত কয়েক বছর ধরে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ অর্জনের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ যে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে, তা আমরা পৃথিবীর সব দেশে পৌঁছে দিয়ে বাংলাদেশকে অপার সম্ভাবনার দেশ হিসেবে ব্রান্ডিং করতে চাই।

 বঙ্গবন্ধু কর্নারে অ্যালুমিনিয়াম কম্পোজিট প্যানেলে লেজার কাট করে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি স্থাপিত হয়েছে। বাংলায় ও ইংরেজিতে লেখা বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত দেয়ালের দু’পাশে স্থাপিত হয়েছে। এখানে টিভি মনিটরে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র দেখানো হবে। বিদেশি কূটনীতিক ও দর্শনার্থীরা যাতে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ জানতে পারে সেজন্য এ কর্নারে বঙ্গবন্ধুর ওপর বিভিন্ন ভাষায় লিখিত বইয়ের সংগ্রহ রয়েছে। এছাড়া দর্শনার্থীদের মন্তব্যের জন্য ‘ভিজিটরস বুক’ রাখা হয়েছে।

#

তৌহিদুল/মাহমুদ/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৯৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৭৪

**বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান ‘মুক্তির মহানায়ক’**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

 করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট বিশ্বপরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। আগামীকাল ১৭ই মার্চ মঙ্গলবার বঙ্গবন্ধুর জন্মক্ষণ রাত ৮টায় জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান দেশের সকল টেলিভিশন চ্যানেল, অনলাইন ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে একযোগে সম্প্রচার করা হবে। আজ বিকালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয়ে কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পর্কিত প্রেস ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন।

 রাত ৮টায় উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আতশবাজি সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে শুরু হবে। ‘মুক্তির মহানায়ক’ শিরোনামের অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীত সম্প্রচারের পর রাষ্ট্রপতির বাণী, প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ, বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানার অনুভূতি প্রকাশ ও তাঁর লেখা কবিতা প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠে পাঠ, বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা প্রধানদের ভিডিও বার্তা প্রচার করা হবে। বঙ্গবন্ধুর জন্মদিবসটি জাতীয় শিশু দিবস বিধায় শত শিশুর কণ্ঠে জাতীয় সংগীত ও দলীয় সংগীতের পরিবেশনা থাকবে। শত শিল্পীর পরিবেশনায় যন্ত্রসংগীত, মুজিববর্ষের থিমসং, বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মকে তুলে ধরে একটি নাট্য পরিবেশনা ও বিশ্বখ্যাত কোরিওগ্রাফার আকরাম খানের পরিবেশনা থাকছে এই অনুষ্ঠানে। প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী অনুষ্ঠান শেষে জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা থেকে পিক্সেল ম্যাপিং সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হবে।

 প্রেস ব্রিফিংয়ে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা এবং কমিটির কর্মকর্তাবৃন্দ।

#

নাসরীন/মাহমুদ/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৯৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৭৩

**‘মুজিববর্ষ-১০০’ নামে নতুন ক্যালেন্ডারের মোড়ক উন্মোচন করলেন শ্রম সচিব**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

 ঘটনার ক্রমানুসারে ১২ মাসের নাম দিয়ে নতুন বর্ষপুঞ্জী ‘মুজিববর্ষ-১০০’ নামে নতুন ক্যালেন্ডারের মোড়ক উন্মোচন করলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব কেএম আলী আজম। আজ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে নতুন এই ক্যালেন্ডারের মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

 অনুষ্ঠানে শ্রম সচিব বলেন, এ ক্যালেন্ডার উদ্বোধন বাঙালি জাতির জন্য মাইলফলক। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু আমাদের ধ্রুব তারার মতো। তাঁকে স্মরণ করেই জাতি এ দেশকে এগিয়ে নিবে। নতুন এই ক্যালেন্ডারে বার মাসের নাম দেয়া হয়েছে স্বাধীনতা, শপথ, বেতারযুদ্ধ, যুদ্ধ, শোক, কৌশলযুদ্ধ, আকাশযুদ্ধ, জেলহত্যা, বিজয়, ফিরে আসা, নবযাত্রা এবং ভাষা।

 শ্রম সচিব বলেন, করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে পোশাক শিল্প ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বিভিন্ন সেক্টরের মালিক সংগঠনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকদের অনুরোধ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কারখানায় প্রবেশের আগেই হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ধুয়ে কর্মীদেরকে প্রবেশ করানো, প্রত্যেক শ্রমিককে মাস্ক পরে প্রবেশ করানো, থার্মাল স্ক্যানার দিয়ে তাপমাত্রা পরীক্ষা করা, তাপমাত্রা ১০০ এর বেশি হলে তাদের স্বতন্ত্রভাবে আলাদা করে ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া, যদি করোনা পজিটিভ হয় সেক্ষেত্রে হাপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা।

 তিনি বলেন, নভেল করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে কোনো মিল ফ্যাক্টরি কল কারখানা বন্ধের কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। একই সঙ্গে সাপ্লাই চেইন ও কার্যক্রম ঠিক রেখে যতদূর সম্ভব করোনা ভাইরাস প্রতিরোধের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলেও জানান।

 সচিব বলেন, যেসকল শ্রমিকদের আত্মীয় সম্প্রতি বিদেশ থেকে এসেছে তাদের ডাটা গ্রহণ করে তাদের যেন ছুটি দেয়া হয়। প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার সকল শ্রমিকদের নিয়ে করোনা ভাইরাস বিষয়ে সচেতনতামূলক বক্তব্য দেয়ার পরামর্শ দেন তিনি। এছাড়া অধিধিদপ্তর কর্তৃক নির্দেশনা অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

 এ সময় মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মোল্লা জালাল উদ্দিন, ড. রেজাউল হক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক শিবনাথ রায়, জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু এবং কেন্দ্রীয় তহবিলের মহাপরিচালক এবং এ ক্যালেন্ডারের রূপকার ড. আনিসুল আওয়াল-সহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

#

আকতারুল/মাহমুদ/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৯১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৭২

**মুজিব জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১০০ জন হাফেজ ১০০ খতমে-কোরআন সম্পন্ন করবে**

 **-- ধর্ম প্রতিমন্ত্রী**

গোপালগঞ্জ, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

 ধর্ম প্রতিমন্ত্রী আলহাজ্ব এডভোকেট শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে তাঁর আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনায় ১৭ মার্চ ঢাকায় জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে বায়তুল মোকাররমের ইমাম ও  খতিবগণের  তত্ত্বাবধানে দেশের প্রখ্যাত ১০০ জন  হাফেজের মাধ্যমে  ১০০ বার খতমে-কোরআন সম্পন্ন  করা হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার মাজার জিয়ারত ও মোনাজাতে অংশগ্রহণ, ১৭ মার্চে  মুজিব জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে জাতির পিতার সমাধিসৌধ প্রাঙ্গণে  অনুষ্ঠিতব্য অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে এসব কথা বলেন।

 খতমে-কোরআন শেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সকল  শহীদ সদস্য, জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ, দুই লাখ  নির্যাতিতা মা-বোন, ২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলায় নিহত সকল শহীদ সদস্য, বাংলাদেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নিহত সকল শহীদ সদস্য ও জাতির কল্যাণ কামনা এবং বিশ্বব্যাপী  ছড়িয়ে  পড়া  মহামারি করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাব থেকে বিশ্ববাসীকে বিশেষ করে বাংলাদেশের  জনগণকে রক্ষা করার জন্য বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হবে।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, ১৭ মার্চ দেশব্যাপী মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা-সহ সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিশেষ দোয়া ও প্রার্থনার আয়োজন করা হবে। বাস্তবায়নে থাকবে ইসলামিক ফাউন্ডেশন; হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট; খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এবং বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট। তিনি আরও জানান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৭ মার্চ সকাল ৯টায় মাসব্যাপী বায়তুল মোকাররম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও এবং ৫০টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্রে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা এবং প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা ও রক্তদান কর্মসূচি আয়োজন করবে।

#

আনোয়ার/ফারহানা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৭১

**বিস্ফোরক পরিদপ্তরের অনলাইন সেবা কার্যক্রম উদ্বোধন করলেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

 বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, বিস্ফোরক পরিদপ্তরের কর্মদক্ষতা দুর্ঘটনা হ্রাসে কার্যকর অবদান রাখতে হবে। এলপিজি সিলিন্ডারের বেশিরভাগ দুর্ঘটনাই অসাবধানতা বা অসচেতনতার জন্য হয়ে থাকে। এসব দুর্ঘটনা হ্রাসে বাংলাদেশে এলপিজি উৎপাদন সংস্থা, ডিলার ও ব্যবহারকারীদের সমন্বয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা উচিত।

 প্রতিমন্ত্রী আজ সচিবালয়ে ‘বিস্ফোরক পরিদপ্তর’ কর্তৃক অনলাইনে সেবা প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধনকালে এসব কথা বলেন।

 নসরুল হামিদ বলেন, কারা ডিলার হবে, কারা এজেন্ট হবে বা কতজন সাব এজেন্ট করা যাবে এসব বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। এলপিজি’র মূল্য নির্ধারণ নিয়েও বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) কাজ করছে। মেয়াদোত্তীর্ণ সিলিন্ডার অতি দ্রুত চিহ্নিত করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

 অনুষ্ঠানে জানানো হয়, এলপিজি মজুদ এবং বটলিং প্ল্যান্ট, বাল্কে এলপিজি আমদানি, এলপিজি স্থাপনা, প্রাকৃতিক গ্যাস পরিবহন, অটোগ্যাস স্টেশন, সিএনজি স্টেশন, পেট্রোল পাম্প, এলপিজি মজুদকরণ ইত্যাদির লাইসেন্স প্রদান, তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান কার্যে ব্যবহার্য বিস্ফোরক, শিল্প কারখানায় নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদনে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার্য বিপজ্জনক উপাদান, প্রেট্রোলিয়াম শ্রেণির আন্তর্ভুক্ত দাহ্য রাসায়নিক পদার্থ ইত্যাদি জরুরিভিত্তিতে আমদানি করতে লাইসেন্স, পারমিট এবং অনাপত্তিপত্র প্রদান-সহ প্রায় অর্ধশতাধিক সেবা বিস্ফোরক পরিদপ্তর প্রদান করে থাকে। জরুরিভাবে ব্যবহার্য উক্ত বিপজ্জনক পদার্থসমূহ আমদানি ও ব্যবহারে যাতে কোনোরূপ হয়রানির সম্মুখীন হতে না হয় সেজন্য এ অনলাইন সেবা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

 অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব মোঃ আনিছুর রহমান, বিস্ফোরক পরিদপ্তরের প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক মোঃ মঞ্জুরুল হাফিজ উপস্থিত ছিলেন।

#

আসলাম/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৮৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৭০

**কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (এআইপি) ২০২০ নির্বাচনের জন্য আবেদন আহ্বান**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

 সিআইপির আদলে কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নীতিমালা ২০১৯ (এআইপি নীতিমালা ২০১৯) অনুযায়ী প্রথমবারের মতো এআইপি ‘এগ্রিকালচারাল ইম্পোর্টেন্ট পার্সন’ নির্বাচন করা হবে। এ জন্য আবেদন আহ্বান করা হয়েছে।

 এআইপি ২০২০ নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত আবেদন ফরম ও এআইপি নীতিমালা ২০১৯ কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট [www.moa.gov.bd](http://www.moa.gov.bd); কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট [www.dae.gov.bd](http://www.dae.gov.bd); কৃষি তথ্য সার্ভিসের ওয়েবসাইট [www.ais.gov.bd](http://www.ais.gov.bd) এ পাওয়া যাবে। এছাড়া আবেদন ফরম কৃষি সম্পসারণ অধিদপ্তরের সকল উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়েও পাওয়া যাবে।

 সফল কৃষক ও ভাল উৎপাদনকারীকে সিআইপির আদলে এআইপি পুরস্কার প্রদান করা হবে। এআইপি অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্তগণ সিআইপির মতো সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

 কৃষি উদ্ভাবন (জাত/প্রযুক্তি); কৃষি উৎপাদন/বাণিজ্যিক খামার স্থাপন ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প; রপ্তানিযোগ্য কৃষি পণ্য উৎপাদন; স্বীকৃত বা সরকার কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত কৃষি সংগঠন এবং বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কারে স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত এই পাঁচটি বিভাগে সবোর্চ্চ ৪৫ জন ব্যক্তিকে এআইপি ২০২০ হিসেবে নির্বাচন করা হবে।

 আগ্রহীদেরকে মনোনয়ন ফরম ও নিয়মাবলি সংগ্রহ করে তা পূরণপূর্বক আগামী ১৪ এপ্রিলের মধ্যে উপজেলা কমিটির নিকট জমা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। উপজেলা কমিটি প্রাপ্ত আবেদন যাচাই-বছাইপূর্বক ৩০ এপ্রিলের মধ্যে জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করবে এবং জেলা কমিটি ১৫ মে’র মধ্যে তা কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

#

কামরুল/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৮৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৬৯

বিদেশ প্রত্যাগতদের ‘হোম কোয়ারেন্টাইন’ নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের নির্দেশাবলী

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

 স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ আজ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবিলায় সারা বিশ্বে হোম কোয়ারেন্টাইন (নিজ গৃহে সার্বক্ষণিক অবস্থান) একমাত্র কার্যকর উপায় হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। দেশে প্রত্যাগত প্রবাসী বাংলাদেশিদের মাধ্যমে বাংলাদেশে এই ভাইরাস সংক্রমণের উচ্চ ঝুঁকি রয়েছে। এমতাবস্থায়, বিদেশ প্রত্যাগত নাগরিকদের হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

 করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবেলায় জাতীয়, বিভাগীয়, সিটি কর্পোরেশন এলাকায়, পৌরসভা, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে কমিটি গঠিত হয়েছে। হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কমিটি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করবেন :

 ১। হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তিবর্গ ১৪ দিন ঘরের বাইরে বের হবেন না এবং নিজ বাড়ির নির্ধারিত একটি কক্ষে অবস্থান করবেন;

 ২। পরিবারের অন্যান্য সদস্য দেশে প্রত্যাগত সদস্যের হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করবেন;

 ৩। গঠিত কমিটিসমূহ সম্প্রতি বিদেশ প্রত্যাগত ব্যক্তিদের বাড়ি চিহ্নিত করবেন এবং তাদের গৃহে সার্বক্ষণিক অবস্থানের বিষয়ে তদারকি করবেন;

 ৪। গঠিত কমিটিসমূহ হোম কোয়ারেইন্টাইন নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ (যেমন: পৌর মেয়র, পৌর কাউন্সিলর, ইউপি চেয়ারম্যান, ওয়ার্ড মেম্বার, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সহকারী, কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার, পরিবার কল্যাণ সহকারী, পরিবারকল্যাণ পরিদর্শিকা, গ্রাম পুলিশ, স্থানীয় সাংবাদিক) বিদেশ প্রত্যাগত ব্যক্তি সম্পর্কে অবহিত করে হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করতে প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পৃক্ত করতে হবে;

 ৫। কোয়ারেন্টাইনকৃত ব্যক্তির আত্মীয়-সজন, বন্ধু-বান্ধব উক্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসতে পারবেন না;

 ৬। যদি কোয়ারেন্টাইনকৃত ব্যক্তি উপর্যুক্ত নিয়ম ভঙ্গ করেন, তবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সহায়তা গ্রহণ করবেন;

 ৭। প্রয়োজনে ৩নং ক্রমিকে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, উপজেলা চেয়ারম্যান, সিভিল সার্জন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন;

 ৮। হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তিগণ অস্স্থু হলে স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ এবং প্রয়োজনে স্থানীয় সিভিল সার্জন, হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক এবং উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করবেন। তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

 ৯। কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তিগণ যদি নিয়ম ভঙ্গ করেন তাহলে সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উক্ত আইনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

 ১০। প্রতিদিন এ বিষয়ে জেলাভিত্তিক একটি প্রতিবেদন তৈরি করে সংশ্লিষ্ট সিভিল সার্জন নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ই-মেইল controlroomdghs@yahoo.com ও মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ই-মেইল hsdcontrolroom@gmail.com এ প্রেরণ করবেন।

#

মাইদুল/মাহমুদ/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৬৮

**৩১ মার্চ পর্যন্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষা স্থগিত**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৩১ মার্চ ২০২০ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য সকল পরীক্ষা অনিবার্য কারণবশত স্থগিত করা হয়েছে।

 স্থগিত এ পরীক্ষাসমূহের সংশোধিত তারিখ ও সময় পরবর্তীতে জানানো হবে।

#

ফয়জুল/অনসূয়া/গিয়াস/আসমা/২০২০/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৯৬৭

**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

 “স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষে আমি বাংলাদেশের সকল নাগরিক এবং প্রবাসী বাংলাদেশিসহ বিশ্ববাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

 জাতির পিতার জীবন ও কর্ম আপামর জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে মার্চ ২০২০ থেকে মার্চ ২০২১ সময়কে ‘মুজিববর্ষ’ ঘোষণা করা হয়েছে। ১৭ মার্চ ২০২০ বর্ণাঢ্য উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানমালা শুরু হবে। বাংলাদেশের পাশাপাশি ইউনেস্কোর উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে ‘মুজিববর্ষ’।

 আমি জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট-এর সকল শহীদদের।

 বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন নির্ভীক, অমিত সাহসী এবং মানবদরদী। ছিলেন রাজনীতি ও অধিকার সচেতন। প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এই বিশ্বনেতার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা; ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অশিক্ষার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে উন্নত জীবন নিশ্চিত করা।

 বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক কিংবদন্তীর নাম। ছাত্র অবস্থায় কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ ও ১৯৪৬ সালে কলকাতায় দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়লে তরুণ শেখ মুজিব সহপাঠী-সহকর্মীদের নিয়ে জীবনবাজি রেখে উপদ্রুত এলাকায় আর্তমানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। দেশ-বিভাগের পর কলকাতা থেকে ফিরে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সদ্য স্বাধীন পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর পূর্ব বাংলার প্রতি বিমাতাসূলভ আচরণ তাঁকে আহত করে।

 এরমধ্যেই আসে মাতৃভাষার ওপর আঘাত। বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে এগিয়ে আসেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৪৮ সালে তাঁর প্রস্তাবে ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিশ ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ১৯৪৮ সালে ১১ মার্চ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে সাধারণ ধর্মঘট পালনকালে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪৮ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত তিনবার কারাবন্দি হন। ১৯৪৯ থেকে একটানা ১৯৫২ সাল পর্যন্ত বন্দি থাকেন। কখনো জেলে থেকে কখনও বা জেলের বাইরে থেকে জাতির পিতা ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির বিয়োগান্তক ঘটনার সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব অন্তরীণ অবস্থায় অনশন করেন।

চলমান পাতা/২

-২-

 ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ’৫৪-র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ’৫৮-র আইয়ুব খানের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, ’৬২-র শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন, ’৬৬-র ছয়দফা, ’৬৮-র আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ’৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ’৭০-এর নির্বাচন এবং ’৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিসংবাদিত নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। বঙ্গবন্ধুর সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব ও ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্ব সমগ্র মুক্তিযুদ্ধ জাতিকে একসূত্রে গ্রথিত করেছিল। যার ফলে আমরা পেয়েছি স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ। বিকাশ ঘটেছে বাঙালি জাতিসত্তার। জাতির পিতা শুধু বাঙালি জাতিরই নয়, তিনি ছিলেন বিশ্বের সকল নিপীড়িত-শোষিত-বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায় ও মুক্তির অগ্রনায়ক।

 গণমানুষের অধিকার আদায়ের জন্য বিভিন্ন মেয়াদে ব্রিটিশ ও পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধুর কেটেছে অন্তত ৩০৫৩ দিন। বলা যায় কারগার ছিল তাঁর দ্বিতীয় আবাসস্থল। তিনি রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে আওয়ামী লীগকে সুসংহত করে গড়ে তুলতে ১৯৫৭ সালে স্বেচ্ছায় মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ ইউনেসস্কো বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত করেছে। বিশ্ব শান্তিতে অনবদ্য অবদান রাখায় জাতির পিতা ১৯৭৩ সালে ‘জুলিও কুরি’ পদকে ভূষিত হন।

 জাতির পিতার বিচক্ষণ নেতৃত্বে স্বাধীনতার মাত্র তিন মাসের মধ্যে ভারতীয় মিত্র বাহিনী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। ১২৬টি রাষ্ট্র স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। তিনি তদানীন্তন বিশ্ব বাস্তবতার চেয়েও অগ্রবর্তী থেকে সমুদ্রসীমা আইনসহ রাষ্ট্রপরিচালনায় নানা আইন প্রণয়ন ও অধ্যাদেশ জারি করেন। তাঁর নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে মাত্র ১০ মাসে প্রণীত হয় একটি অসাম্প্রদায়িক, সমঅধিকার, সমুন্নতকারী-সংস্কারমুক্ত সংবিধান। সদ্য স্বাধীন দেশে জনবান্ধব ও ভারসাম্যমূলক প্রশাসন, যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত অবকাঠামো সচলকরণ, নির্যাতিত মা-বোন ও শরণার্থী পুনর্বাসন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, পাকিস্তান থেকে বাঙালিদের ফেরত আনা, রাষ্ট্রের সকল প্রতিষ্ঠানকে পাকিস্তানি বাহিনীর দোসরদের রাহুমুক্ত করে পুনর্গঠন ইত্যাদি প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো তিনি দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করেন। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকাজ শুরু করেন। ভারতের সাথে স্থল সীমানা সমস্যা সমাধানে সীমান্ত চুক্তি করেন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশে উন্নীত হয়। মাত্র সাড়ে ৩ বছরে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে তিনি স্বল্পোন্নত দেশের কাতারে সামিল করেন। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সাথে সুসস্পর্ক বজায় রাখতে ‘সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়’-এই পররাষ্ট্রনীতি অবলম্বন করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশকে জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ, ওআইসি, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা-সহ অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদে অন্তর্ভুক্ত করে বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেন।

 সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে বঙ্গবন্ধু যখন ‘সোনার বাংলা’ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই স্বাধীনতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধী চক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে পরিবারের সদস্যসহ নৃশংসভাবে হত্যা করে। ইতিহাসের এই জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের যেন বিচার না হয় সেজন্য প্রণীত হয় দায়মুক্তির কালাকানুন-ইনডেমনিটি অর্ডিনেন্স। দীর্ঘ ২১ বছর পর জনগণের রায়ে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে এই কালাকানুন বাতিল করার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার কার্যক্রম শুরু করে। এ হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় কার্যকরের মধ্য দিয়ে জাতি কলঙ্কমুক্ত হয়।

চলমান পাতা/৩

-৩-

 ২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে সরকার গঠন করে মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। শিশু ও মাতৃ-মৃত্যুর হার কমেছে, গড় আয়ু বেড়ে ৭৩ বছরে পৌঁছেছে। প্রবৃদ্ধি, শিক্ষার হার বেড়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলেছি। যুবসমাজের হাতে অস্ত্রের পরিবর্তে কম্পিউটার ও প্রযুক্তি তুলে দেওয়া হয়েছে। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে, হয়েছে নারীর ক্ষমতায়ন। আমরা মাদ্রাসা শিক্ষা আধুনিক ও কর্মমুখী করেছি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চলমান রয়েছে এবং ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি রায় কার্যকর হয়েছে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছি। জঙ্গিবাদ ও হরতালের অবসান ঘটিয়ে দেশকে স্থিতিশীল রাখতে সক্ষম হয়েছি। ভারতের সাথে দীর্ঘ প্রতিক্ষিত সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়ন করেছি। ভারত ও মায়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছি। গ্রামকে শহরে রূপান্তর করা হচ্ছে। ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল, ২৮টির অধিক হাই-টেক পার্ক, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২, গভীর সমুদ্রবন্দর, পদ্মাসেতু, এলএনজি টার্মিনাল, এক্সপ্রেসওয়ে, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ বিভিন্ন মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা আজ আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উচু করে দাঁড়িয়েছি।

 রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আসুন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে আমরা দৃঢ় সংকল্পে আবদ্ধ হই- বাংলাদেশকে আমরা বিশ্ব সভায় আরো উচ্চাসনে নিয়ে যাব; আগামী প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ-শান্তিপূর্ণ আবাসভূমিতে পরিণত করবো।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/অনসূয়া/মামুন/শামীম/১২০০ ঘণ্টা

Handout Number : 966

**Prime Minister’s message on the occasion of the birth centenary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and National Children's Day**

Dhaka, 16 March :

 Prime Minister Sheikh Hasina has given the following message on the occasion of the
birth centenary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and National Children's Day :

 "I extend my heartiest greetings to all the citizens of Bangladesh, expatriate Bangladeshis and people of the world on the occasion of celebration of the birth centenary of the architect of independent Bangladesh, the greatest Bangalee of all times, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

 Mujib Year has been declared from March 2020 to March 2021 to highlight the life and work of the Father of the Nation to the mass people. Bangabandhu's birth centenary celebration starts with a grand opening on 17 March 2020. Along with Bangladesh, Mujib Year is being celebrated globally with the initiative of the UNESCO.

 I pay my deepest homage to the Father of the Nation. I also pay my respect to all the martyrs of the 15 August 1975.

 Bangabandhu Sheikh Mujib was born in Tungipara village of Gopalganj subdivision [now district] of the then Faridpur district on 17 March 1920. From his childhood he was fearless, indomitable brave and kind. He was conscious about politics and people's rights. The key aim of the long political life of this world leader who had keen memory and farsighted vision was to liberate the Bengali nation from the chains of subjugation, and ensure a developed life by freeing people from the Curse of hunger, poverty and illiteracy.

 Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was a legend. While studying at Islamia College in Kolkata, he got involved in active politics. After the famine of 1943 and the communal riots of 1946 in Kolkata, young Sheikh Mujib with his classmates and colleagues devoted himself in humanitarian activities in the affected areas daring his life. After the partition of India, he returned from Kolkata and got admitted into the University of Dhaka, Discriminatory attitudes towards the people of the East Bengal by the elite rulers of the just-liberated Pakistan hurt Bangabandhu.

 In the meantime, attacks were made on our mother tongue. Bangabandhu came forward in the struggle to establish the status and dignity of Bangla language. In 1948, 'Rashtrabhasha Sangram Parishad (State Language Movement Council)' was formed on Bangabandhu's proposal by Chhatra League, Tamaddun Majlish and other student organizations- On 11 March 1948, Bangabandhu was arrested while observing a strike to materialize the demand for recognition Bangla as the state language. He was imprisoned thrice between 1948 and 1949. He was continuously in jail from 1949 to 1952. Both while in and out of jail, the Father of the Nation had led the Language Movement. During the incident of killings of language movement activists on 21 February 1952, Bangabandhu was observing hunger strike in jail.

Contd/2

-2-

 In continuation of the language movement, all major movements of Bangalees including United Front elections in 1954, anti-Ayub Movement in 1958; the Education Movement in 1962, the Six-Point movement in 1966, the Agartala Conspiracy Case in 1968, the Mass Upsurge in 1969, the General Elections in 1970 and the War of Liberation in 1971 were led by the Father of the Nation, The charismatic personality and influential leadership of Bangabandhu united all the freedom-aspiring Bangalees during the Liberation War. As a result, we got an independent, sovereign Bangladesh. The entity of the Bangalee nation got flourished. Bangabandhu was not only a leader of the Bangalees, he was also the leader of all oppressed-exploited arid deprived people of the world in establishing their rights and emancipation.

 Bangabandhu was imprisoned at least 3,053 days during the British and Pakistani regimes just for the cause of establishing the rights of the people. It can be said that prison was his second home. In order to strengthen Awami League as political organization, he voluntarily resigned from the cabinet in 1957. The historic 7 March speech of Bangabandhu has been recognized by UNESCO as a world documentary heritage, Bangabandhu was awarded Juliot Curie Peace Award in 1973 for his outstanding contribution to the world peace.

The Indian Allied forces returned home just within three months of independence under the prudent leadership of the Father of the Nation. A total of 126 countries recognized independent Bangladesh. During his tenure Bangabandhu enacted many laws and promulgated ordinances, many of which were ahead of their time, including the law for land and maritime boundaries to run the state. Under his directions and supervision, a secular, rights-based and equality prioritizing Bangladesh Constitution was adopted in mere 10 months. He boldly faced major challenges of nation building by establishing a people-centric balanced public administration, resumption of the communication network and infrastructure destroyed during the Liberation War, rehabilitating the refugees and the violated women, controlling the law and order situation, repatriating the stranded Bangladeshis from Pakistan and rebuilding all the national, institutions by freeing those from the grips and influence of collaborators of the Pakistani forces. Bangabandhu started trials of the war criminals. The Father of the Nation signed the historic Land Boundary Agreement with India. Five- Year Plan for economic development was formulated. The GDP growth rate reached 7 percent. Within three years, Bangabandhu turned Bangladesh into a Least Developed Country (LDC) from a war-ravaged country. In order to maintain good relations with all the countries in the world, he adopted the foreign policy based on the principle of 'Friendship to all, malice to none'. Bangabandhu made Bangladesh a dignified country in the world through ensuring the country's membership to the United Nations, the Commonwealth, the Organization of Islamic Cooperation (OIC), the Non-Aligned Movement (NAM) and the World Trade Organization (WTO), among others.

When Bangabandhu was moving forward with an aim to building a Golden Bangladesh facing all obstacles, the defeated and anti-liberation war clique assassinated the Father of the Nation along with most of his family members on 15 August 1975, A black law titled 'Indemnity Ordinance' was enacted to prevent justice to one of the most shameful killings in the history and to give immunity to the killers. After coming to power in 1996 with the people's mandate, the Awami League government repealed the black law and started the trial of Bangabandhu murder case. With the execution of the verdict of the trial, the nation got rid of the stigma.

Contd/3

-3-

Since 2009, the successive governments of Bangladesh Awami League have relentlessly been working to improve living standards of people. In the meantime, Bangladesh has achieved outstanding socio-economic progress, It has fulfilled the requirements for graduating from least developed country to developing one. Child and maternal mortality rates have drastically come down and life expectancy has risen to 73 years. Literacy and economic growth rates have grown rapidly. We have established 'Digital Bangladesh'. Youths have been provided with modern information -technology instead of arms. The scope of education for girls has been widened and women empowerment has been ensured at all levels. We have modernized the Madrasa education and made it job-centric. Trials of war criminals are going on and several verdicts have already been executed. The rule of law has been established. Stability has been ensured by rooting out terrorism and putting an end to the culture of strikes. The long-awaited Land Boundary Agreement with India has been implemented. We have resolved maritime disputes with India and Myanmar. Villages are being equipped with all civic amenities. Many mega projects such as 100 Special Economic Zones, more than 28 Hi-Tech Parks, Bangabandhu Satellite-2, deep seaport, Padma Bridge, LNG terminals,. Expressways and Nuclear Power Plants, among others, are being implemented. The country is moving forward. Today we have become a self-respecting country in the world holding our heads high.

By formulating and implementing our 'Vision-2021', 'Vision-2041' and 'Delta Plan-2100', we have been working tirelessly to build a hunger-poverty free developed-prosperous Bangladesh as envisioned by the Father of the Nation. In the birth centenary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, let us all resolve to take Bangladesh to even higher heights in the International arena; let us determine to transform Bangladesh into a safe and peaceful home for our next generation.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever."

#

Emrul/Anasuya/Mamun/Asma/2020/1330 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৬৫

**স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য**

সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

 টিভি স্ক্রল হিসেবে প্রচার করার জন্য অনুরোধ করা হলো :

**মূল বার্তা :**

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৭-২৬ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত গোপালগঞ্জ জেলার ঘোনাপাড়া হতে বঙ্গবন্ধুর সমাধিস্থল পর্যন্ত বিনামূল্যে যাত্রী পরিবহণের জন্য বিআরটিসির বিশেষ বাস সার্ভিস চালু থাকবে।

#

এহছানে/অনসূয়া/গিয়াস/জসীম/আসমা/২০২০/১৩০০ ঘণ্টা

Handout Number : 964

**President's message on the occasion of the birth centenary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and National Children's Day**

Dhaka, 16 March :

 President Md. Abdul Hamid has given the following message on the occasion of the birth centenary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and National Children's Day :

 "Today is 17th March, a memorable day in the history of the Bengali nation. This year is the birth centenary of the greatest Bangali of all time Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. On the very occasion, I pay my deep homage to the memory of the greatest leader. The Government has announced 'Mujibbarsho' (Mujib Year, 17 March 2020 to 17 March 2021) to celebrate gorgeously the birth centenary of Father of the Nation both at home and abroad throughout the year. I call upon my fellow countrymen living at home and abroad to observe the birth centenary celebration of Bangabandhu in a very colourful and befitting manner.

 Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the architect of sovereign and independent Bangladesh, was born in Tungipara of Gopalganj district on 17 March in 1920. From his boyhood, this most distinguished great man was very kind and generous but uncompromising on attaining the rights. In the early forties of the last century, as a young student leader, having come into contact with Huseyn Shaheed Suhrawardy, Sher-e-Bangla A K Fazlul Haque and Moulana Abdul Hamid Khan Bhasani, Bangabandhu got involved in active politics. He led the nation in every democratic movement including Sarbodolio Rashtrobhasa Sangram Parishad(All Party State Language Action Committee), formed in 1948, the Language Movement in 1952, Jukta-Front Election in 1954, movement against Martial Law in 1958, Six-Point Movement in 1966, Mass Upsurge in 1969 and the General Elections in 1970 for attaining freedom and rights of our people. He was sent to jail several times and had to bear inhuman sufferings for his active participation in those movements. Despite manifold challenges, he did never compromise with the Pakistani rulers on the question of establishing the rights of Bengalis.

 On 7 March in 1971 at the Race Course Maidan, keeping the feelings and aspirations of the Bengalis, Bangabandhu uttered in his thunderous voice, 'The struggle this time is a struggle for emancipation, the struggle this time is a struggle for independence'. This historic address was, in fact, the true charter of our independence. On the night of March 25, when Pakistani invaders attacked the unarmed Bengalis in a blaze, the Father of the Nation declared the long-cherished independence on 26th March in. 1971. We achieved ultimate victory on 16 December 1971 through a nine-month long armed struggle under the leadership of Bangabandhu. How an address can rouse the whole nation, inspire them to leap into the war of liberation for independence, the historic 7th March Speech by Bangabandhu is its unique example! UNESCO has recognized the 7th March Speech of Bangabandhu as part of the 'World's Documentary Heritage' and included it in the 'Memory of the World international Register' on 30th October 2017. The Newsweek Magazine in its Issue on 5th April in 1971 termed Bangabandhu as the 'Poet of Politics' for this historic address. During our war of liberation, Bangabandhu was confined in Pakistan jail and the then ruler of Pakistan farcically awarded him death sentence. But Bangabandhu said, 'I shall not bow down my head to them rather I will say I am a Bangali, Bangla is my country, Bangla is my language'. For his extraordinary contributions to the nation, Bangla, Bangladesh and Bangabandhu, thus, emerged as a unique symbol to the people of Bangladesh.

Contd/2

-2-

 Just after independence, Bangabandhu returned home on 10 January in 1972 freeing from Pakistan Jail. He put all-out efforts to rebuild the war-torn economy. He took all preparations including the returning of the members of allied forces to their country, framing the country's constitution in a short time, fulfilling the basic rights of the people, eliminating corruption at all levels, launching agricultural revolution, nationalizing the industries to transform the country into 'Sonar Bangla'. But the anti-liberation forces did not give the scope for materializing that dream as this murderer group assassinated Bangabandhu and almost all of his family members on 15 August in 1975.

 In politics, Bangabandhu appears as a symbol of principle and ideals. The new generation will be able to know about the life and works of Bangabandhu by reading 'Unfinished Memoirs' and 'Karagarer Rojnamcha' (Diary in Jail) written by Bangabandhu himself and other autobiographical books written on him and thus will be able to contribute towards building the nation inspired by the ideology of Bangabandhu.

 Bangabandhu is not amongst us but his ideals will remain to be our source of eternal inspiration. Let the principle and ideals of Bangabandhu spread from generation to generation; build a courageous, selfless and idealistic leadership-it is my expectation on this day. Imbued with the spirit of the war of liberation, let us pledge on the eve of 'Mujibbarsho' to turn Bangladesh into 'Sonar Bangla' by completing the unfinished tasks of Bangabandhu.

 Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever."

#

Azad/Anasuya/Mamun/Zashim/Asma/2020/1145 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৯৬৩

**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

 “স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস-২০২০ উপলক্ষ্যে সকল শিশুসহ বাংলাদেশের সকল নাগরিক এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের শহীদদের।

 এবারের জাতীয় শিশু দিবসের প্রতিপাদ্য ‘মুজিববর্ষে সোনার বাংলা, ছড়ায় নতুন স্বপ্নাবেশ; শিশুর হাসি আনবে বয়ে, আলোর পরিবেশ’। জাতির পিতার জীবন ও কর্ম আপামর জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে মার্চ ২০২০ থেকে মার্চ ২০২১ সময়কে ‘মুজিববর্ষ’ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশের পাশাপাশি ইউনেস্কোর উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে ‘মুজিববর্ষ’।

 বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাই তাঁর জন্মদিনকে শিশুদের জন্য উৎসর্গ করে আমরা এ দিনটিকে “জাতীয় শিশু দিবস” ঘোষণা করেছি।

 শিশুদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ছিল অপরিসীম মমতা। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন নির্ভীক, অমিত সাহসী, মানবদরদী এবং পরোপকারী। ছিলেন রাজনীতি ও অধিকার সচেতন। প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এই বিশ্বনেতার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা; ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অশিক্ষার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে উন্নত জীবন নিশ্চিত করা। স্কুলে পড়ার সময়েই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশ লাভ করতে থাকে। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে উঠেন বাংলার নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায়ের শেষ আশ্রয়স্থল। ১৯৪৮-৫২’র ভাষা আন্দলোন, ’৫৪-র য্ক্তুফ্রন্ট নির্বাচন, ’৫৮-র আইয়ুব খানের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, ’৬২-র শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন, ’৬৬-র ছয় দফা, ’৬৮-এর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ’৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ’৭০-এর নির্বাচন এবং ’৭১-র মহান মুক্তিযুদ্ধ জাতির পিতার অবিসংবাদিত নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। তাঁর নেৃতত্বে আমরা পেয়েছি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

 সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে বঙ্গবন্ধু যখন ‘সোনার বাংলা’ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই স্বাধীনতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধী চক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে পরিবারের প্রায় সকল সদস্যসহ নৃশংসভাবে হত্যা করে। দেশের উন্নয়ন-অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়। দীর্ঘ ২১ বছর পর জনগণের রায়ে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার কার্যক্রম শুরু করে। এ হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় কার্যকরের মধ্য দিয়ে জাতি কলঙ্কমুক্ত হয়। ২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে সরকার গঠন করে মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভুতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। আমরা আজ আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছি।

চলমান পাতা

-২-

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন ও প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেন। বর্তমান সরকার উন্নয়ন ও সুরক্ষার বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে জাতীয় শিশু নীতি-২০১১, শিশু আইন-২০১৩, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭ প্রণয়ন করেছে। এছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিশু দিবস উদ্‌যাপন, সুবিধাবঞ্চিত পথ শিশুদের পুনর্বাসন এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর বিকাশ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আওয়ামী লীগ সরকার প্রিয় মাতৃভূমিকে শিশুদের জন্য নিরাপদ আবাস ভূমিতে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর। শিক্ষার্থীদের বছরের শুরুতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হচ্ছে। প্রায় শতভাগ শিশু স্কুলে যাচ্ছে। আমরা শিশুদের জন্য জাতির পিতার জীবন ও কর্মভিত্তিক বই প্রকাশ এবং পাঠ্য বইয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস সংযোজন করেছি। শিশুদের মনে দেশপ্রেম জাগ্রত করে তাদের ব্যক্তিত্ব গঠন, সৃজনশীলতার বিকাশ এবং আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং খেলাধুলার বিভিন্ন শাখায় শিশুদের সম্পৃক্ত করা হচ্ছে।

 সকল শিশুর সমঅধিকার নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে পিতা-মাতা, পরিবার ও সামাজের ভূমিকা অপরিসীম। শিশুর প্রতি সহিংস আচরণ এবং সকল ধরনের নির্যাতন বন্ধ করার জন্যে আজকের এদিনে আমি সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

 জাতির পিতার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার প্রত্যয়ে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আসুন, দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব শিশুদের কল্যাণে আমরা বর্তমানকে উৎসর্গ করি। সবাই মিলে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

 আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস-২০২০ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য ও আগামী দিনের কর্ণধার শিশু-কিশোরদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/অনসূয়া/মামুন/শামীম/১১০৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৯৬২

**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী** **ও জাতীয় শিশু দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “আজ ১৭ মার্চ, বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। এ বছর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী। জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমি এই মহান নেতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। বছরজুড়ে দেশ-বিদেশে সাড়ম্বরে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে সরকার ‘মুজিববর্ষ’ ঘোষণা করেছে। জন্মশতবার্ষিকীর এই বর্ণাঢ্য আয়োজন যথাযথ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাধ্যমে উদ্‌যাপনের জন্য আমি দেশবাসী ও প্রবাসী বাঙালিদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

 স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ক্ষণজন্মা এই মহাপুরুষ শৈশব থেকেই ছিলেন অত্যন্ত মানবদরদী কিন্তু অধিকার আদায়ে আপোশহীন। চল্লিশের দশকে এই তরুণ ছাত্রনেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী’র সংস্পর্শে এসে সক্রিয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন। ১৯৪৮ সালে ‘সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’, ’৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ’৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ’৫৮ এর সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, ’৬৬ এর ৬-দফা, ’৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ’৭০ এর নির্বাচনসহ বাঙালির মুক্তি ও অধিকার আদায়ে পরিচালিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। এজন্য তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে। সহ্য করতে হয়েছে অমানুষিক নির্যাতন। কিন্তু বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে তিনি কখনো শাসকগোষ্ঠীর সাথে আপোশ করেননি।

 বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বাঙালির আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’, যা ছিল মূলত স্বাধীনতার ডাক। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অতর্কিতে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর আক্রমণ চালালে ২৬ মার্চ ১৯৭১ জাতির পিতা ঘোষণা করেন বাঙালি জাতির বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দীর্ঘ ন’মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। একটি ভাষণ কীভাবে গোটা জাতিকে জাগিয়ে তোলে, স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করে, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ তার অনন্য উদাহরণ। ইউনেস্কো ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে World’s Documentary Heritage-এর মর্যাদা দিয়ে Memory of the World International Register-এ অন্তর্ভুক্ত করেছে। এ ভাষণের কারণে বিশ্বখ্যাত নিউজউইক ম্যাগাজিন ১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল সংখ্যায় বঙ্গবন্ধুকে 'Poet of Politics' হিসেবে অভিহিত করে। মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি অবস্থায় শাসকগোষ্ঠী তাঁকে ফাঁসির হুকুম দিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, ‘আমি তাদের কাছে নতি স্বীকার করবো না। ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা’। দেশ ও জনগণের প্রতি তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য বাংলা, বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু আজ এক ও অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছে।

চলমান পাতা

-২-

 স্বাধীনতার পর পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে জাতির পিতা ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠনে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। মিত্রবাহিনীর সদস্যদের দেশে প্রত্যাবর্তন, স্বল্পসময়ের মধ্যে দেশের সংবিধান রচনা, জনগণের মৌলিক অধিকার পূরণ, সকল স্তরে দুর্নীতি নির্মূল, কৃষি বিপ্লব, কলকারখানাকে রাষ্ট্রীয়করণসহ দেশকে ‘সোনার বাংলা’ হিসেবে গড়ে তোলার সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন পূরণ হতে দেয়নি।

 রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধু ছিলেন নীতি ও আদর্শের প্রতীক। বঙ্গবন্ধু রচিত ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ ও ‘কারাগারের রোজনামচা’ সহ তাঁর ওপর লিখিত গ্রন্থ অধ্যয়ন করে নতুন প্রজন্ম বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জানতে পারবে এবং তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আগামীতে জাতিগঠনে অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

 বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে নেই কিন্তু তাঁর আদর্শ আমাদের চিরন্তন প্রেরণার উৎস। তাঁর নীতি ও আদর্শ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে পড়ুক, গড়ে উঠুক সাহসী, ত্যাগী ও আদর্শবাদী নেতৃত্ব- এ প্রত্যাশা করি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে দেশকে সোনার বাংলায় পরিণত করাই হোক মুজিববর্ষে সকলের অঙ্গীকার।

 খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”।

#

হাসান/অনসূয়া/মামুন/সুবর্ণা/শামীম/২০২০/১০.৪৫ ঘণ্টা